# ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগ

## আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (২০১৩ – ২০১৫)

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য দেওয়ানহাট জনকল্যাণ সমিতি

# আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষায়
# ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের নানা উদ্যোগ

আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষায়
স্থানীয় স্বশাষিত সরকারের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
(২০১৩ – ২০১৫)

সহযোগিতায়ঃ
অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য দেওয়ানহাট জনকল্যাণ সমিতি

# ভূমিকা

ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত মনে করে অঞ্চলের শিক্ষা গ্রোথিত থাকবে সংস্কৃতির গভীরে এবং সেটা হয়ে উঠবে অঞ্চলের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত, এলাকার ১৯ টি বিদ্যালয় নিয়ে ২০১৩ সাল থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। এই যাত্রাপথে সবথেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল জীবনযাপনের জন্য যে দক্ষতা লাগে তা হাতেকলমে আনন্দের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের রপ্ত করিয়ে দিতে যাতে তারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার মোকাবিলা সহজেই করতে পারে এবং পাশাপাশি যাতে তাদের সার্বিক বিকাশও হয়।

এছাড়াও ১৪ বৎসর থেকে মোটামুটি ২৫ বৎসর পর্যন্ত যারা বিভিন্ন কারণবশতঃ মাধ্যমিকও উত্তীর্ণ হতে পারেনি ও জীবিকা নির্বাহের তেমন কোন সংস্থান ও নেই তাদেরকে আমরা গ্রামীণ জীবনযাপনের উপযোগী কিছু বিষয়ে দক্ষ করে ও সহায়তা দিয়ে কিছুটা হলেও স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টা করেছি যার মাধ্যমে তারা তাদের পরিবারে কিছুটা বাড়তি আয়ের যোগান সারা বছর ধরে দিয়ে যেতে পারে এবং হতাশা মুক্ত হতে পারে।

তবে ২০১৩ সালে বৃহৎ উদ্দেশে নেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ ২০১৫ সালে যে ব্যাপকতা লাভ করেছে  তা কলকাতাস্থিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ ও তার স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য "দেওয়ানহাট জন কল্যাণ সমিতি" যৌথ উদ্যোগ ব্যতিরেকে কখনোই সম্ভবপর হত না।

আর সবশেষে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই সকল পঞ্চায়েত সদস্য / সদস্যা গণকে, বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক/শিক্ষিকা মণ্ডলীকে, অঞ্চলের বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, সমিতি এডুকেশন অফিসার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণকে এবং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও অন্যান্য সকল আধিকারিকগণকে যাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজ আমরা এতটা পথ এসেছি এবং ভবিষ্যতে আরো এগিয়ে যাবো আশা রাখছি।

স্বপ্না বর্মণ
প্রধান, ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত

## লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ক। স্কুলের শিক্ষক – শিক্ষিকাগণ অঞ্চলের স্থানীয় জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তিবর্গকে বিদ্যালয়ে যুক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কলমে আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে দক্ষ করে তুলবে তাদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে।

খ। বিদ্যালয় কতৃপক্ষ, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি এবং অভিভাবক সমিতি প্রশিক্ষিত হয়ে সক্ষম হবে নিয়মিত পাঠক্রমের পাশাপাশি এই গ্রামীণ উপযোগী ও আঞ্চলিক বিষয়গুলিকে গ্রহণ করে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

গ। ১৪ বৎসর থেকে ২৫ বৎসর পর্যন্ত মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণগণ যারা কিছুই করতে পারছে না তাদের গ্রামীণ জীবন-জীবিকা উপযোগী দক্ষতা হাতে কলমে বৃদ্ধি করে তাদের সহায়ক জীবিকার কিছু ব্যবস্থা করা পরিবারের বাড়তি আয়ের জন্য।

ঘ। অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতও এই উদ্যোগে প্রভাবিত হয়ে এই ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

## শুরুর কথাঃ

আমরা গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে আসছি কিন্তু “স্থানীয় আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা” নিয়ে বিশেষভাবে তেমন কিছু করে ওঠা যায় নি। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই বিষয়েও আমাদের একটা ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকা ও দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য, সদস্যা ও কর্মচারীদের নিয়ে শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত শিক্ষার সাথে আঞ্চলিক জীবনযাত্রা নির্ভর শিক্ষাকে সংযোজন করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে নানা উদ্যোগ নেবার কথা চিন্তা করেছিলাম। আর এই পরিস্থিতে আমরা পাশে পেয়েছিলাম কলকাতার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ ও তার স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য দেওয়ানহাট জন কল্যাণ সমিতিকে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছিল পথ চলা। এই পথ চলার শুরুতেই আমরা অঞ্চলের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলাম। আর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছিল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহাশয়া, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধক্ষ ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক। আজ ২০১৫ সালে আমরা আমাদের অঞ্চলের সকল বিদ্যালয়গুলিকে এই কর্মকান্ডের যুক্ত করতে পেরেছি। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে সকল উদ্যোগগুলি আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গ্রহণ করেছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

## ১। পুষ্টি বাগানঃ

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তায় ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের উদ্যোগে ৫টি বিদ্যালয়ে তৈরী হয়েছে সারা বৎসর ব্যাপী

রাষায়ণিক সার বিষ বিহীন পুষ্টি বাগান। সবার এই মিলিত উদ্যোগে গ্রামবাসীরা কেউ দিচ্ছে বাগান ঘেরা দেবার বাঁশ, কেউ দিচ্ছে বাগানের মাটি ও বেড়া তৈরী করার শ্রম, পঞ্চায়েত থেকে কোথাও দেওয়া হচ্ছে ঘেরা দেবার জাল, বীজ প্রভৃতি। এছাড়াও কিছু কিছু বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আমরা MGNREGS এর মাধ্যমে পুষ্টি বাগান তৈরী করার জন্য মাটি ফেলে বাগান করার জায়গাও তৈরী করে দিয়েছি এবং পাশাপাশি জমিও চাষ করে দিয়েছি। ছোটছোট পড়ুয়ারা কিশোর বয়স থেকেই বাগান করতে করতে হাতে কলমে শিখে নিচ্ছে কিভাবে একটি পুষ্টিবাগান গড়ে ওঠে এবং কিভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। পাশাপাশি তারা শিখছে অপুষ্টি দূর করতে কোন কোন ধরনের শাক-সবজি বেশি করে খাওয়া উচিত এবং তাদের খাদ্যগুণও। সাথে সাথে তারা পরিচিত হচ্ছে নানা ধরণের বীজের সাথে। এইভাবে তারা আনন্দদায়ক এক প্রকৃতিপাঠের রস আস্বাদন করছে। খুব শীঘ্রই আমরা আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম শুরু করতে চলেছি।

## ২। ফল গাছের নার্সারি

অপুষ্টির সঙ্গে লড়াই করতে হলে বিভিন্ন শাক-সবজির পাশাপাশি প্রয়োজন কিছু ফল খাওয়া। তাই ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলে স্কুলে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে চার থেকে পাঁচ রকম ফল গাছের (পেঁপে, বেদানা, নজনে, পেয়ারা) নার্সারী করার। এই উদ্যোগে পড়ুয়ারা বাড়ি থেকে কেউ আনে অল্প অল্প করে মাটি আবার কেউ আনে সার, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা যোগাড় করে প্রয়োজনীয় বাকি মাটি ও সার, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রদান করা হয় নার্সারীর প্রয়োজনীয় বীজ ও প্যাকেট। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয় চত্বরেই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নিযুক্ত স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তায় শিশুরা আনন্দের মধ্য দিয়ে শেখে কিভাবে নার্সারী তৈরী হয়। আর নার্সারীর চারা উঠলে তা কিছু লাগানো হয় বিদ্যালয় চত্বরেই আর বেশিরভাগ চারা বিতরণ করা হয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাদের নিজেদের বাড়িতে লাগানোর জন্য। ছাত্রছাত্রীরা নিরন্তর এই কর্মকান্ডে যুক্ত থাকার ফলে তারা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানার্জন করছে কিভাবে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে, চারা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ৭টি স্কুলের ২৫০ অধিক ছাত্রছাত্রীরা এই কর্মকান্ডে যুক্ত হয়ে প্রায় ৭০০+ ফলের চারা তৈরী করেছে এবং প্রত্যেকে কম করে ২ – ৩ ধরণের চারা বাড়িতে নিয়ে লাগিয়েছে ও পরিচর্যা করে বড় করে তুলছে।

## ৩। বীজ পরিচিতি

ছোটবেলা থেকেই শিশু কিশোররা বিদ্যালয় স্তর থেকেই শিখছে কোন ফসলের বীজ কেমন, সেটি কোন সময় লাগাতে হয় – এর মাধ্যমে হাতে কলমে প্রত্যক্ষভাবে তারা বিভিন্ন বীজ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করছে।

## ৪। পুষ্টি ম্যাপিং

দেশ গঠন কিংবা শিক্ষার উপলব্ধির ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরি কারণ শারীরিক বিকাশের সাথে সাথে মানষিক বিকাশ অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে যুক্ত আর এজন্য ছোটবেলা থেকে প্রথমেই তাদের অপুষ্টির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। বিশেষজ্ঞ কমিটির এই সুপারিশের কথা মাথায় রেখে অপুষ্টির খোঁজে তাই স্কুলে স্কুলে পুষ্টি ম্যাপিং (BMI) শুরু করেছে ভেটাগুড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত। শিশুদের BMI নির্ণয় করে আশা কর্মী ও A.N.M দের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের তার সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকারের রাষায়ণিক সার বিষ বিহীন ফসলের উপযোগীতা ও সেই আঙ্গিকে স্কুলের পুষ্টি বাগানের গুরুত্ব বোঝানো হচ্ছে। ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত এখন পর্যন্ত ৫টি স্কুলে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে ২০০ অধিক ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টির মান নির্ণয় করেছে। পরবর্তী পর্যায় ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত এই কর্মকান্ডের মাধ্যমে চিহ্নিত ৩৫ জন সবথেকে অপুষ্ট শিশুকে ৭ – ৮ ধরণের শাক – সব্জির বীজ দিয়েছিল ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করার উদ্দেশ্যে। শিশু এবং তার পরিবারের যৌথ এই উদ্যোগ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

## ৫। শিক্ষাঙ্গনে স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা, সৃজনমূলক ও কর্মমূলক পাঠ ও শিল্পকলার চর্চা

বর্তমান পাঠ্যক্রম, পাঠ্য ও কৃত্যসূচীতে শিশুর আনন্দ আকর্ষণকে এক অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নতুন শিক্ষাক্রমে সৃজনশীল কৃত্যসূচীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর সাথে সাথে মহাপুরুষের জীবনের গল্প, আত্মচরিত শোনা, বলা ও পাঠ করার মাধ্যমে শিশুর কাছে একটি লক্ষ্য ও আদর্শ স্থাপন খুবই জরুরী। এই ভাবনাকে সামনে রেখে ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলের নিয়মিত পড়াশুনাকে ব্যহত না করে তাদের স্থানীয় অঞ্চলের কিছু মানুষজনকে স্কুলে স্কুলে যুক্ত করেছে ছোট ছোট

শিশুদের মানষিক ও নানান সৃজনাত্মক প্রতিভার বিকাশের লক্ষ্যে। আবার কোন কোন স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরাই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কর্মকান্ডের মাধ্যমে কোথাও শিশুরা আনন্দের মাধ্যমে জানছে নানা বিষয় যেমন কিভাবে কাগজ, মাটি, গাছের পাতা ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরী করা যায়, কোথাও তারা শিখছে নাচ, গান, ছড়া, আবৃত্তি আবার কোথাও বা ব্যায়াম। পাশাপাশি তারা শুনছে নানা শিক্ষামূলক গল্প। এখন পর্যন্ত ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত ১৯টি স্কুলের ভিতর ১৩টি স্কুলে ১৯জন স্থানীয় আঞ্চলিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্ত করে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

## ৬। শিক্ষাঙ্গনে অডিও-ভিসুয়াল পাঠদান

শিশুদের আনন্দপাঠের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পঞ্চায়েত শুরু করেছে স্কুলে স্কুলে সপ্তাহে অন্তত একদিন অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যমের শিক্ষাদান। দৈনন্দিন বিভিন্ন সু-অভ্যাসের পাশাপাশি যেখানে থাকে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত নানান বিষয় এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজেরাই উদ্যোগী হয়েছে এই অডিও-ভিসুয়াল পাঠদানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করতে।

## ৭। শিক্ষামূলক ভ্রমণ

বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্তর্বর্তী সুপারিশক্রম নতুন পাঠক্রমে ছাত্রছাত্রীদের স্থানীয় বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বইয়ের পাশাপাশি যার মধ্যে দিয়ে পড়ুয়ারা তার স্থানীয় ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারছে। ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত বিদ্যালয়ের VEC কমিটিতে আলোচনা ও অভিভাবকদের সহমতির ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য/শিক্ষা সঞ্চালক/প্রধানের উপস্থিতিতে এখন পর্যন্ত ৫টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণ সংঘটিত করতে সমর্থ হয়েছে স্থানীয় নানান ঐতিহাসিক স্থান যেমনঃ কুচবিহার রাজবাড়ি, গোসানীমারি রাজপাট প্রভৃতি জায়গায়।

ভেটাগুড়ি ১নং অঞ্চলের এই উদ্যোগকে মান্যতা দিয়ে দিনহাটা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি তাদের সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে এই উদ্যোগকে ছড়িয়ে দিতে গত ১১ই জুলাই ২০১৫ তারিখে পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। এই

আলোচনা সভায় তারা গুরুত্ব দিয়েছিল যাতে সকল বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পুষ্টি বাগান ও ফল গাছের নার্সারী থাকে এবং অডিও-ভিশুয়ালের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দমুখর পাঠদান করা যায়।

## স্কুলছুটদের নিয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম

শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার পাশাপাশি আমরা ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের অঞ্চলের মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ১৫ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত স্বপ্নহীণ, দিশাহীন কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলা্দের নিয়ে তারা যাতে নতুন কিছু শিখে এক নতুন পথে এগুতে পারে সেই রকম নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ২০১৩ থেকে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত কমবেশী ২০০ অধিক এমন কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলা্দের এই উদ্যোগে সামিল করতে পেরেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা মনে করছি বিশেষত মহিলারা বাড়িতে থেকে নতুন নানা জিনিষ শিখে কিছু অতিরিক্ত আয়ের মাধ্যমে পরিবারে কিছুটা স্বচ্ছলতার পথ দেখাবে।

## শুরুর কথাঃ

সকল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা ও সহমত তৈরি করে তাদের সহায়তায় আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য দেওয়ানহাট জন কল্যাণ সমিতির সহযোগীতায় পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে অঞ্চলের মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ১৫ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত স্বপ্নহীণ, দিশাহীন কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলা্দের চিহ্নিতকরণ করতে শুরু করি বিভিন্ন বিষয়ে হাতে কলমে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের নানা রকম গ্রামীণ জীবন-জীবিকা নির্বাহের উপযোগী পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। প্রত্যেক মরশুমের আগে পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে কি কি ধরনের কাজ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে মরশুম ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী চিহ্নিত মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ যুবক – যুবতীদের, পুরুষ - মহিলাদের আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয় এবং প্রাপ্ত আবেদন পত্রগুলি একত্রিকরণ করে ও সুপারিশ সহ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দেন অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য দেওয়ানহাট জন কল্যাণ সমিতির সহযোগীতায়। পরবর্তী ধাপে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতে সবগুলি আবেদনপত্র একত্রিকরণ করে প্রয়োজনীয় বীজ ও উপকরণ সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি। প্রয়োজনীয় বীজ বা অন্যান্য

উপকরণ পাবার পর তা আমরা পঞ্চায়েত সদস্য/ সদস্যবৃন্দকে সরবরাহ করি এবং তারপর প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্য মাষ্টাররোলের মাধ্যমে উপভোক্তাদের বীজ বা উপকরণ সরবরাহ করে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যের কর্মীদের সহযোগীতায়। এরপর অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যের কর্মীবৃন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে ক্রমাগত উপভোক্তাদের কারিগরি ও হাতে কলমে সহায়তা দেয়।

## এই পদ্ধতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে ধরণের উদ্যোগগুলি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলঃ

১। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ
২। ব্যবসা ভিত্তিক সব্জী বাগান
৩। আদা উৎপাদন কেন্দ্র
৪। নতুন ফসলঃ ব্রকোলী, পেঁয়াজ, ওল
৫। বিভিন্ন প্রকার নার্সারী
৬। ভার্মি কম্পোষ্ট ও অ্যাজোলা
৭। মিশ্র ডাল চাষ
৮। গাছের কলম ও বাঁশের কঞ্চিকলম
৯। আলুর বীজ থেকে আলু
১০। নারকেল চারা তৈরী
১১। শিক্ষামূলক ভ্রমণ
১২। শোলার কাজ

## ১। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণঃ

২০১৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত আমরা ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে অঞ্চলের ৪২৩ জন মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ১৫ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলাদের সর্বমোট ১৩১ বার ব্যবসা ভিত্তিক সব্জী বাগান, ওল এবং আদা উৎপাদন কেন্দ্র, ব্রকোলী ও পেঁয়াজ চাষ, বিভিন্ন প্রকার নার্সারী, ভার্মি কম্পোষ্ট ও অ্যাজোলা তৈরী, মিশ্র ডাল চাষ, গাছের কলম তৈরী, জৈব কীটরোধক তৈরী, বাঁশের কঞ্চিকলম তৈরী, আলুর বীজ থেকে আলু উৎপাদন, মুরগী পালন, নারকেল চারা তৈরী, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ও শোলা দিয়ে হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই ৪২৩ জনের ভিতর ২৭৭ জন মত কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলারা নানান কাজ শিখে বিভিন্ন বিষয়ে কোনো না কোনো সময়ে যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত লক্ষ্য করেছে এই ২৭৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭৬ জন মত শিক্ষার্থী বর্তমানে নিজেদের উদ্যোগে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো সাহায্য ছাড়াই সফল ভাবে তারা যে যা শিখেছিল

সেটিকে তারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

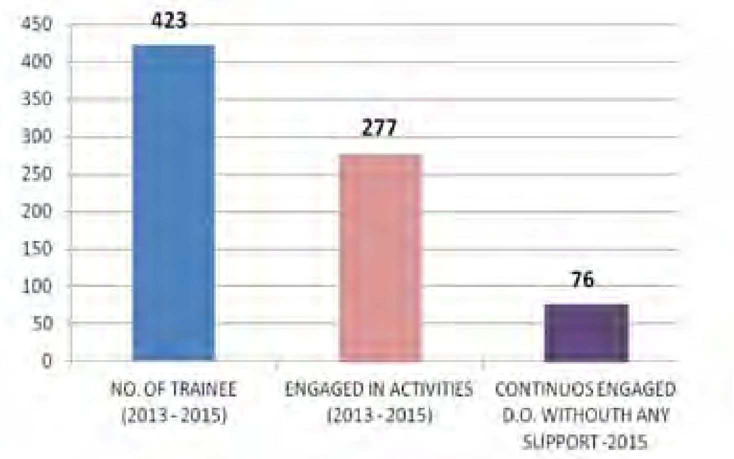

## ২। ব্যবসা ভিত্তিক সব্জী বাগানঃ

এখন পর্যন্ত ৫১ জন শিক্ষার্থী ব্যবসা ভিত্তিক সব্জী বাগান কিভাবে করতে হয় সেই কলা-কৌশল সফলভাবে শিখে প্রায় ২৫ কুইন্টাল মত বিভিন্ন ধরণের সব্জী উৎপাদন করেছে বাজারজাত করার জন্য। এই শিক্ষার্থীরা নানা ফসলের বীজ রেখেছে প্রায় ২০ কেজি মত এবং উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে তারা আয় করেছে কমবেশী প্রায় ৫০,০০০/- টাকা। লক্ষ্যণীয় যে তাদের ভিতর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে পরবর্তী মরশুমের জন্য বীজ সংরক্ষণ করার অভ্যাসও।

## ৩। আদা উৎপাদন কেন্দ্রঃ

২০১৪ সালে ১১ জন শিক্ষার্থীকে আমরা সহায়তা করেছিলাম আদা উৎপাদন কেন্দ্র তৈরীর জন্য যার ভিতর ২ জন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল, বাকি ৯জন শিক্ষার্থীর ভিতর ৬জন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত বীজের পুরোটাই ফেরত দিয়েছিল। এই ২০১৪ মরশুমে ৯জন শিক্ষার্থী আদা উৎপাদন কেন্দ্র থেকে আয় করেছিল প্রায় ৭,২০০/- টাকা। পরবর্তী ২০১৫ মরশুমে আমরা নতুন আরও ১৭ জনকে এই উদ্যোগে সামিল করেছিলাম যার ভিতর ফেরতপ্রাপ্ত বীজ থেকে সহায়তা করেছিলাম ৬ জনকে এবং বাকি ১১ জনকে নতুনভাবে বীজ কিনে দিয়েছিলাম। বর্তমানে এই ১৭ জনের ভিতর ২জন আবার পুরোপুরি ব্যর্থ এবং বাকি ১৫ ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ২০১৪ এবং ২০১৫ মিলিয়ে এই ২ বৎসরে আদা উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য আমরা যা সহায়তা দিয়েছিলাম তা দিয়ে এবার ২০১৬ সালে ভেটাগুড়ি ১নং অঞ্চলে মোট ৩৩টি আদা উৎপাদন

কেন্দ্র তৈরী হবে বলে আমরা আশা করছি যার ভিতর পুরানো ২১টি এবং নতুন ১২টি। এই বিষয়টি লক্ষ্য করে আমরা ২০১৬ মরশুমে ঠিক করেছি নতুন করে আদা উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য আর কোনো সহায়তা করব না।

## ৪। নতুন ফসলঃ ব্রকোলী, পেঁয়াজ, ওলঃ

সাধারণ ফুলকপি থেকে ব্রকোলী অনেক বেশী পুষ্টিগুণ সম্পন্ন এবং এই অঞ্চলে হাটে ব্রকোলী আমদানী হয় বাইরে থেকে তাই ২০১৪ সালে আমরা ১০ জন শিক্ষার্থীকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করেছিলাম। এই সকল শিক্ষার্থীরা সকলেই সফলভাবে ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং তারা প্রায় ৪১,০০০/- টাকার ফসল বাজারজাত করেছিল। এই সফলতা দেখে এবং ব্রকোলী চাষে আরো উৎসাহ দেবার জন্য ২০১৫ সালে আমরা আরও ৫ জনকে সহায়তা দিয়েছি। লক্ষণীয় যে ২০১৫ তে এই ৫জন ব্যতিরেকে অঞ্চলের আরো ২ জন নিজ উদ্যোগে ব্রকোলী চাষ করেছে।

আমাদের অঞ্চলে পেঁয়াজ চাষ করা হত শুধুমাত্র পেঁয়াজকলির জন্য, পেঁয়াজের জন্য পেঁয়াজ চাষের প্রচলন একেবারেই নেই। এই চিন্তা থেকে আমরা আমাদের অঞ্চলে ২০১৫ সালে পেঁয়াজ চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম এবং এই কর্মকান্ডে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে আমরা যুক্ত করেছিলাম ১৪ জনকে।

ভেটাগুড়ি ১নং অঞ্চলে আমরা দেখেছিলাম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল ওল চাষেরও কোনো প্রচলন ছিল না তাই ২০১৪ সালে ৮জন শিক্ষার্থী নিয়ে আমরা শুরু করেছিল ওল উৎপাদন কেন্দ্র তৈরী। ২০১৫ সালে আমরা আরও নতুন ১০ জনকে এই উদ্যোগে সামিল করি। এই সর্বমোট ১৮ জনের ভিতর আমরা ১ম বার বীজ ক্রয় বাবদ সহযোগীতা করেছিলাম ৮ জনকে এবং ২য় বার বীজ ক্রয় বাবদ সহযোগীতা করা হয়েছিল ২জনকে। এছাড়া ২য় বার বাকী নতুন ৮ জনকে সহায়তা করা হয়েছিল ১ম বার যাদের বীজ দেওয়া হয়েছিল সেখানকার ৮জন শিক্ষার্থীর থেকে প্রাপ্ত বীজ দিয়ে।

বর্তমানে সর্বমোট ১১টি ওল উৎপাদন কেন্দ্র খুব ভালোভাবে চলছে এবং আমাদের আশা ২০১৬ সালে ফেরতপ্রাপ্ত বীজ থেকে আরো ৫টি ওল উৎপাদন কেন্দ্র তৈরী হবে। এখন পর্যন্ত এইসব শিক্ষার্থীরা প্রায় সর্বমোট ৮৪,০০০/- টাকা আয় করতে পেরেছে। সবথেকে বড় কথা আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি যে এই সকল শিক্ষার্থীদের সকলেই বীজ রাখতে শিখেছে।

## ৫। বিভিন্ন প্রকার নার্সারীঃ

এখন পর্যন্ত ১০ জন শিক্ষার্থী গাছের ও ফলের নার্সারী করার উদ্যোগ গ্রহণ করে মোট প্রায় ১১,০০০ চারা তৈরী করেছে যার ভিতর কিছু চারা নষ্ট হয়েছে, নিজেরা লাগিয়েছে প্রায় ২২০ টি এবং বিক্রি করেছে প্রায় ৮০০০টি চারা সর্বমোট অধিক ৫৮,০০০/- টাকায়।

বর্তমানে আমরা MGNREGS প্রকল্পের আওতায় আমাদের অঞ্চলের প্রায় ২২৫ জন উপভোক্তাকে ১০০টি নানা ধরণের গাছের নার্সারী করানো হচ্ছে যার ভিতর বর্তমানে ১৯৪ জন উপভোক্তার যত্ন সহকারে করছে। পরবর্তী ১বছরের মাথায় গাছগুলি রাস্তার ধারে পোঁতা হয়ে গেলে আমরা চিন্তা করছি উপভোক্তাদের প্রত্যেকের সাথে তাদের যেকটি গাছ বেচে থাকবে এবং রাস্তার ধারে পোঁতা হবে সেকটি গাছের জন্য তাদের সাথে বৃক্ষপাট্টা করা হবে। আমাদের গর্ব যে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই যৌথ উদ্যোগে যারা যারা সহায়তা করেন তারা আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ৭বার আমন্ত্রণ পেয়েছেন এই বিষয়ে তাদের সহযোগীতা করে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য।

## ৬। ভার্মি কম্পোষ্ট ও অ্যাজোলাঃ

আমরা আমাদের অঞ্চলের মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ প্রায় ৯০ জনকে এই উদ্যোগে সামিল করতে পেরেছি এখন অবধি। এদের ভিতর ১৪ জন শিক্ষার্থী ভার্মিকম্পোষ্ট এর উপযোগীতা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে এবং প্রায় ১৭ কুইন্টাল সার তারা তাদের নিজেদের জমিতে এখনও পর্যন্ত ব্যবহার করেছে। পাশাপাশি এদের ভিতর ২জন কেঁচো বিক্রি করে আয় করেছে প্রায় ২৬০০/- টাকা মত। অধিকাংশ শিক্ষার্থী যারা অ্যাজোলা করেছে তারাও নিয়মিত ভাবে পশুদের উৎপাদিত অ্যাজোলা খাওয়াচ্ছে।

## ৭। মিশ্র ডাল চাষঃ

এই অঞ্চলে আগে দেখা যেত এক জমিতে এক প্রকার ডাল চাষ। আমরা ২০১৫ সালে ২১জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি পড়ে থাকা জমিতে ও অন্য জমিতে মিশ্র ডাল চাষ। আমরা যেটা শিক্ষার্থীদের শেখাচ্ছি সেটা হল জমির চারধারে তিসির চাষ এবং ভিতরে অন্য ডাল চাষ। এর ফলে শিক্ষার্থীরা শিখছে যে বাইরে তিসি দিয়ে ঘিরে রাখার জন্য ভিতরে যে অন্য প্রধান ডাল টি থাকবে সেটি ছাগল বা অন্য পশুদের হাত থেকে

অনেকাংশে বেঁচে যাবে। এর পাশাপাশি তারা অনেকে শিখছে পয়রা করে ডাল চাষও।

## ৮। গাছের কলম ও বাঁশের কঞ্চিকলম তৈরীঃ

২০১৫ সালে এই দুটি উদ্যোগও আমরা গ্রহণ করেছিলাম ৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে। যার ভিতর ৩ জনকে দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল ৫৫টি কলম যার ভিতর সফলভাবে তৈরী হয়েছিল ৩১টি কলম। এই ৩১টি কলমের ভিতর শিক্ষার্থীরা নিজেরা লাগিয়েছে ১২টি, প্রতিবেশীদের দিয়েছে ৩টি এবং বিক্রী করেছে ১৬টি গড়ে প্রতিটি ৩০/- টাকা করে।

একদম নতুন উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছিলাম বাঁশ গাছের কলম তৈরীর করার জন্য। ২জন শিক্ষার্থীকে আমরা এই বিষয়ে যুক্ত করেছিলাম। প্রাথমিকভাবে আমরা দেখেছিলাম যে এই বাঁশের কঞ্চিকলম বেশ ভালো তৈরী হচ্ছিল কিন্তু প্রাকৃতিক কারণবশত এই ২জন শিক্ষার্থীকে দিয়ে যে ৪০টি কঞ্চিকলম হয়েছিল তার সম্পূর্ণটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এই ২০১৬ সালে আমাদের ইচ্ছা আছে যে বাঁশের কঞ্চিকলম নিয়ে আবার এক বৃহৎ প্রচেষ্টা নেওয়া।

## ৯। আলুর বীজ থেকে আলু উৎপাদনঃ

এটিও এই অঞ্চলের একটি সম্পূর্ণ নতুন উদ্যোগ। আমরা জানতাম না এইরকম আলুর বীজ পাওয়া যায়। আমাদের সহযোগী যৌথ সংস্থা অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর মাধ্যমে এই বীজ পাবার পর আমরা ৪ জন শিক্ষার্থীকে এই উদ্যোগে সংযুক্ত করি এবং এরা বর্তমানে সফলভাবে উদ্যোগটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

## ১০। নারকেল চারা তৈরীঃ

নারকেলের চাহিদা এই অঞ্চলে ব্যপক কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিকে অনেক পয়সা খরচ করে চারা কিনতে হয় বাজার থেকে। এই দিকে নজর দিয়ে আমরা ২০১৫ সালে ৮ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে নারকেলের চারা কিভাবে তৈরী করতে হয় তা শিখিয়ে তাদেরকে সহায়তা প্রদান করি। বর্তমানে বীজ বেড়ে আছে এখনও চারা বার হয় নি।

## ১১। শিক্ষামূলক পরিদর্শণঃ

আমরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে আরেকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম যার মাধ্যমে আমরা এক জায়গার শিক্ষার্থীদের অপর ভালো শিক্ষার্থীদের উদ্যোগ

দেখাতে নিয়ে গেছিলাম। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি শিক্ষার্থীরা অনেক প্রবুদ্ধ হয়। এখন পর্যন্ত আমরা ১৩টি শিক্ষামূলক পরিদর্শণের মাধ্যমে ৭৮ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করতে পেরেছি।

## ১২। শোলার কাজঃ

আমরা ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত, নেহেরু যুব কেন্দ্র, অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস ও তার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য দেওয়ানহাট জন কল্যাণ সমিতির সহযোগীতায় ৪০ জন মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ১৫ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত কিশোরী ও মহিলাদের চিহ্নিতকরণ করে তাদের নিয়ে শোলা দিয়ে নানা জিনিষ তৈরী বা শেখার ৪.৫ মাস ব্যাপী এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিলাম। এই প্রশিক্ষণ শেষে আমরা দেখলাম ৩০ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণটি সম্পূর্ণ করেছিল। এই পর্যায়ে তারা শিখেছে শোলা দিয়ে মালা তৈরী, কদম ফুল তৈরী, মুকুট তৈরী এছাড়াও তারা আরো শিখেছে ময়ূর তৈরী, রাখি তৈরী ও আরো অনেক কিছু। আমাদের কাছে হিসাব আছে যে এই ৪.৫ মাস প্রশিক্ষণকালে ১৬ জন প্রশিক্ষার্থী সর্বমোট প্রায় ২৮,০০০/- টাকা আয় করেছে এবং প্রশিক্ষণ শেষ হবার পরে এখনও এই কজন নিয়মিত ভাবে শোলা দিয়ে বিভিন্ন বস্তু তৈরী করছে এবং বিক্রি করে আয় করছে।

## বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এক উদ্যোগঃ

শিক্ষাঙ্গনে এই সকল কর্মকান্ডের পাশাপাশি আমরা ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস ২০১৫ সালের মাঝামাঝি যৌথ ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে আমাদের ৯টি সংসদ এলাকার ভিতর সবথেকে পিছিয়ে পড়া এলাকা ২নং সংসদের সবথেকে পিছিয়ে পড়া গরীব পরিবারদের নিয়ে তাদের খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টির মান বৃদ্ধির জন্য কিছু কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করব।

এই উদ্দেশ্যে আমরা প্রথমেই ওই এলাকার একজন মহিলাকে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে মনোনীত করি যাকে আমরা বলি ওই এলাকার "শিক্ষানবিশ"। এই শিক্ষানবিশের মূল কাজ হল আমাদের যৌথ উদ্যোগকে ফলপ্রসূ করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কাজ শেখা এবং নির্বাচিত গরীব পরিবারগুলিকে

হাতেকলমে সেই কাজগুলি শিখিয়ে ও দেখভাল করে তাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া।

অতি সংক্ষিপ্ত এই ৫-৬ মাসের সীমিত সময়কালের ভিতর ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত ও অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভস যৌথভাবে শিক্ষানবিশকে গাছের কলম তৈরীর প্রশিক্ষণ, নানা রকম ফল ও সব্জী চারা তৈরীর প্রশিক্ষণ, বীজ পরিচিতি ও সংরক্ষণ শেখায়। এর পর শিক্ষানবিশকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পরিবারগুলিকে নিয়ে বসে নানারকম জীবন-জীবিকামূলক আলোচনা করার, কার্যকরী দল কি এবং কেন সেই সম্পর্কে তার ধারণা তৈরী করা হয়, কেঁচো সার ও অ্যাজোলা তৈরী শেখানো হয় এবং আরো নানান বিষয়ে নিয়ে হাতেকলমে তার দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়।

দক্ষতা বৃদ্ধির এই পর্বে শিক্ষানবিশ তার নিজের বাড়িতে হাতেকলমে এই সকল বিষয়গুলি নিজে করে। এর পাশাপাশি শিক্ষানবিশ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যার সহায়তায় গরীব পরিবারদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় আলোচনা শুরু করে। ফলস্বরূপ আমরা ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৫ অবধি সর্বমোট ৮০ টি পরিবারকে এই উদ্যোগে এখনো পর্যন্ত আনতে পেরেছি।

এই ৮০টি পরিবারের প্রত্যেকটি পরিবারে এখন ঘরোয়া পুষ্টি বাগান হয়েছে যেখান থেকে তারা সবসময় ৭-৮ রকমের সব্জী খেতে পারছে যা তাদের কাছে একসময় অপ্রতুল ছিল। এর সাথে সাথে অধিকাংশ পরিবার-ই শিক্ষানবিশের সহায়তায় নিজেরা কম-বেশী বীজ রাখতে শিখছে পরবর্তী মরশুমের জন্য।

শিক্ষানবিশ নিজে গাছের কলম তৈরী শেখার পাশাপাশি অঞ্চলের এক স্থানীয় প্রতিবেশীর লেবু গাছ ৫০-৫০ চুক্তির ভিত্তিতে নিয়ে আরেকজনকে কলম তৈরী করা শিখিয়ে ২জনে মিলে সেখানে প্রায় ১৩০-১৩৫ টি কলম বেধেছিল যার থেকে পাওয়া গেছিল প্রায় ৯৩টি লেবু গাছের কলম। এই ৯৩টি কলম থেকে গাছের মালিক নিয়েছে ৪৩টি কলম এবং ৫০টি গরীব পরিবারের প্রত্যেককে বিতরণ করা হয়েছে ১টি করে কলম যেটি তারা বাড়িতে লাগিয়েছে।

পাশাপাশি আমাদের সহযোগীতায় শিক্ষানবিশ তার নিজের বাড়িতে ৫ রকম ফল গাছের চারা তৈরী করেছিল এবং প্রাথমিক ভাবে ৫০টি গরীব পরিবারের প্রত্যেকটি পরিবারকে ৫ রকম ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক গরীব পরিবারের কম করে ৫প্রকার ফল গাছ থাকে

এবং তারা যাতে ভবিষ্যতে বাড়ি থেকেই ফলের যোগান পায় এবং পুষ্টির ঘাটতি যাতে কিছুটা মেটে। বর্তমানে আমরা দেখেছি যে অন্তত ৪০টি পরিবারে এখনো ৪-৫ রকম ফল গাছের চারা সুস্থ সবল আছে এবং ১০টি পরিবারের ফলগাছ প্রাকৃতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও অন্তত ২-৩ টি করে ফলগাছ এখনও ভালো আছে।

৩১শে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত শিক্ষানবিশের সহায়তায় গরীব পরিবারগুলি কাজ ভিত্তিক ৩ জনকে নিয়ে সর্বমোট ৬ টি কার্যকরি দল তৈরী করেছে। এই ৬ টি কার্যকরি দল পড়ে থাকা নদীর চর, মরশুমি পতিত জমিতে সর্বমোট প্রায় ৭.৫ বিঘা জমিতে মিশ্র ডাল চাষ করেছে যার ভিতর আছে মুসুড়, খেসাড়ি, তিসি প্রভৃতি ডাল। আমরা ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত ডাল চাষে গরীব পরিবারগুলিকে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করছি যাতে গরীব পরিবারগুলির কাছে বছরের সবসময় কিছুটা হলেও ডালের যোগান থাকে তাদের খাদ্য ও পুষ্টির মান বৃদ্ধির জন্য।

এর সাথে সাথে ৩৫টি পরিবারকে যুক্ত করা হয়েছে পড়ে থাকা রাস্তার ধার, জমির আল, বাড়ির চারধারে অড়হড় ডাল করার জন্য। বর্তমানে আমরা জানি যে ২০টি অধিক পরিবারে এই অড়হড় ডাল খুব সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠেছে।

মাছ পুষ্টির অন্যতম এক আধার। এই উদ্দেশ্যে আমরা ৩টি গরীব পরিবারকে নিয়ে ১টি কার্যকরী দল গড়ে পড়ে থাকা ডোবায় তেলাপিয়া মাছ চাষ করিয়েছি।

শিক্ষানবিশের দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সে এই স্বল্প সীমিত সময়ের মধ্যে প্রায় ৮৫৯৫/- টাকা আয় করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সাথে গ্রামবাসীদের আরও নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ এক সেতু স্থাপন করেছে। একই সাথে শিক্ষানবিশদের শেখা ও শেখানোর প্রতি আগ্রহ, জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টান্তমূলক ভাবে সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান বেড়েছে এবং বাড়ছে ।

এইভাবে আমরা ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভস সাথে যৌথ উদ্যোগে ধীরে ধীরে এক বৃহৎ উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

‘… মানুষের কাছে যাও

তাদের মধ্যে থাকো

মানুষের কাছ থেকে শেখো

তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করো

মানুষের যা আছে সেটাকেই সমৃদ্ধ করো।

মনে রেখো,… ভালো নেতা সেই

যার কাজ শেষ হয়ে গেলে

মানুষ বলে যে, আমরাই করেছি।’

স্বপ্না বর্মণ
প্রধান, ১ নং সংসদ

**গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য / সদস্যাগণঃ**

১) অনিমা বর্মণ
২) অর্পণা সরকার (মহান্ত)
৩) সুসমা বর্মণ
৫) ধ্রুবজ্যতি সরদার
৫) সুস্মিতা সরকার
৬) প্রভাত চন্দ্র দাস
৭) নিশিথ প্রামানিক, উপ প্রধান
৮) কৃষ্ণা কান্ত রার মন্ডল
৯) সুবল চন্দ্র মদক
১০) ধীরেন্দ্র নাথ বর্মণ
১১) প্রতিমা রায়, মেম্বার
দিনহাটা ১ পঞ্চায়েত সমিতি

**গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীবৃন্দঃ**

১) পুস্পহরি বর্মণ, সেক্রেটারি
২) মল্লিকা বসু, নির্মাণ সহায়ক
৩) কৌশিক অধিকারী, সহায়ক
৪) মৃণাল চন্দ, সহায়ক
৫) অনাথ চন্দ্র বর্মণ, জি পি কর্মী
৬) নারায়ন দে, আমিন, জি পি কর্মী

**AHEAD Initiatives**

5/1/2G, Cornfield Road, Kolkata: 700019, Tel: +91 33 4067 0369